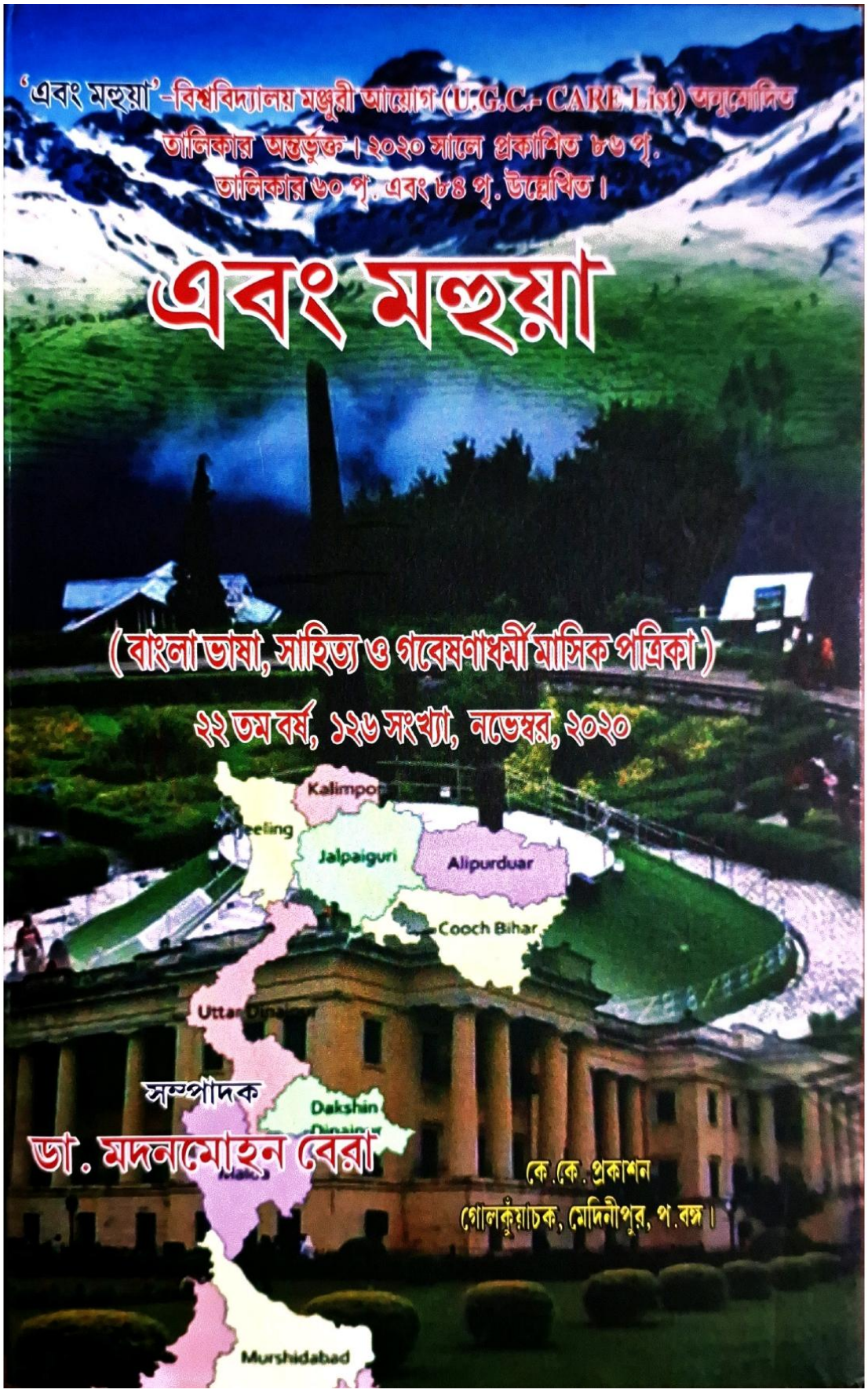

‘এবং মহুয়া’ -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ. তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৬ সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২০

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

U.G.C.- CARE List approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 86 pages placed in Page 60 & 84.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22th Year, 126 Volume

Nov, 2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

সূ চি প ত্র

১.উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্য : একটি পর্যবেক্ষণ
:: উমেশ চন্দ্র মুর্মু.....৯
২.উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের আলোকে উত্তরবঙ্গ
:: রুদ্রাণী ভট্টাচার্য.....২০
৩.উত্তরবঙ্গের নব্য প্রস্তর যুগের ইতিহাস : একটি সমীক্ষা
:: ড.পলাশ কুমার সাহা.....২৬
৪.প্রসঙ্গ : উত্তরবঙ্গের নগর এবং একটি পর্যালোচনা
:: অসীম কুমার মণ্ডল.....৩১
৫.উত্তরবঙ্গের অসুর জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতি : একটি সমীক্ষা
:: ড.অভিজিৎ বর্মণ.....৩৭
৬.উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতির সংকট : প্রতিকারে শিক্ষা
:: ড.হজরত আলি সেখ.....৪৪
৭.উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বল্পালোচিত বিস্মৃতপ্রায় নৃত্যশৈলী
:: ড.মৌমিতা সরকার.....৫১
৮.উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর স্থান
:: পবিত্র কুমার বর্মন.....৬৩
৯.শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও তার কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি
:: অমলেন্দু মন্ডল.....৭২
১০.দেশীয়রাজ্য কোচবিহারের সারস্বতও সাংস্কৃতিক সভা-সমিতি-সমাজ
:: ফুলচান বর্মন.....৮০
১১.উত্তরবঙ্গে আর্যকরণ ও মিথিলা সংস্কৃতির প্রভাব : একটি
ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ :: সেখ রিয়াজুল মিদ্দে.....৮৮
১২.উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির
সামগ্রিক পরিবর্তন :: ড.জিতেশ চন্দ্র রায়.....৯৫
১৩.আলিপুরদুয়ার শহরের চর্মকার সম্প্রদায়ের সংকটময় জীবন ও
সংস্কৃতি : একটি অনালোচিত অধ্যায় :: গোবিন্দ রাজবংশী.....১০৭
১৪.এক অনালোচিত ইতিহাস:দর্পণে মালদা ও দক্ষিণ
দিনাজপুর জেলার মেলাগুলো :: সুরজিৎ সাহা.....১১৫

প্রসঙ্গ:উত্তরবঙ্গের নগর এবং একটি পর্যালোচনা

অসীম কুমার মণ্ডল

সারসংক্ষেপ :

নগরায়ণের ইতিহাস খুবই পুরণো। সেই খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে যে নগরায়ণের সূচনা, পরবর্তিতে বিভিন্ন সময়ে এর বিকাশ ঘটেছে। সেই অর্থে উত্তরবঙ্গের নগরায়ণের ইতিহাস এত প্রাচীন নয়। সাধারণত উনিশ শতক থেকে উত্তরবঙ্গে এই নগরায়ণের সূচনা। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে বিভিন্ন শাসকের অধীনে এখানের জনপদগুলি নগরের রূপ লাভ করেছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ রাজত্বের ক্রম পর্যায়ে এর উত্থান ও অবনতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হলে উত্তরবঙ্গের নগরায়ণে বিশেষ জোয়ার আসে। ফলে উত্তরবঙ্গ জুড়ে একাধিক নতুন নতুন নগরের আবির্ভাব ঘটে। তবে প্রাথমিক পর্বে নানা রকম বাধা বিপত্তি থাকলেও আধুনিক ধারায় উত্তরবঙ্গের নগরগুলি সমগ্র ভারতের কাছে বিশেষ আকর্ষণের হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ :

নগরায়ণ, উন্নতি, প্রসার, জৌলুষ, অবনতি।

মূল নিবন্ধ :

পশ্চিমবাংলার উত্তরভাগের ছটি জেলা নিয়ে সাধারণত উত্তরবঙ্গ গঠিত। তবে এই হিসেব অনেক আগের। সময়ের পরিবর্তনে রাজ্যের সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই ছ'টি জেলার জায়গায় এখন উত্তরবঙ্গের জেলার সংখ্যা হয়েছে আটটি। এই উত্তরবঙ্গে উনিশ শতাব্দীর নগর বা শহরের কথা উল্লেখ করলে অবশ্যই রাজশাহি, রংপুর, কোচবিহার, মালদহ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং প্রভৃতি শহরের কথা উল্লেখ করতে হবে। এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য স্থানগুলি তখনও শহর হয়ে ওঠেনি। তবে শিলিগুড়ি খুব দ্রুত নগরের রূপ লাভ করেছিল। আর ১৯৪৭-এ দেশ বিভক্ত হওয়ার পর উত্তরবঙ্গের নগরায়ণের গতিপ্রকৃতি সবই পাল্টে গেছে। রেল যোগাযোগের একটি অংশ ওপাড় বাংলায় চলে যাওয়ায় এ রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে গেছে।[১] ফলে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ প্রভৃতি শহরগুলি তার জৌলুষ হারিয়েছে। যদিও ১৯৬০ এর দশক থেকে এই স্থানগুলি নগরের মর্যাদা পেতে শুরু করে। এজন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিশেষ ভূমিকা আছে তা বলাই বাহুল্য।

অধুনা উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গা শহরের রূপ পেতে চলেছে।